ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩১ আষাঢ় ১৪২৯, ১৫ জুলাই ২০২২

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের অনাবিল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করেন।

গত ৮ জুলাই ২০২২ এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য বলেন, ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব সবার মধ্যে গড়ে তোলে পারস্পরিক সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা সকলের জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে ঈদ-উল-আযহা উদ্‌যাপনের জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সৎ, সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সকলক্ষেত্রে সাফল্য ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ জুলাই ২০২২ উৎসবমুখর পরিবেশে ১০২তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো ‘গবেষণা ও উদ্ভাবন : ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা’। দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, কেক কাটা, থিম সং পরিবেশন, শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভা।

সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দের অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন।

সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘গবেষণা ও উদ্ভাবন : ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সিনেট সদস্য মো. সাদ্দাম হোসেন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)সহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাচার্যের ইউরোপ সফর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৮ জুন ২০২২ শনিবার ভোরে ৭-দিনের সফরে ইউরোপ গমন করেন। ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ (সিএনআরএস) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে উপাচার্য ভিয়েনা, জেনেভা এবং প্যারিসে যান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সফরকালে ২২ জুন ২০২২ জেনেভায় বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদর দপ্তরে ‘দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এডিটোরিয়াল বোর্ড মিটিংয়ে অংশ নেন। এসময়ে তিনি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব অধ্যাপক ড. পেটারি তায়ালাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উপাচার্য ২৩ জুন ২০২২ প্যারিসে ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ (সিএনআরএস)-এর সদর দপ্তরে সংস্থাটির ডিরেক্টর অব রিসার্চ ড. থিয়েরি হেউলিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া, সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ভিয়েনা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির রেক্টর, হাঙ্গেরিয়ান ইউনিভার্সিটি অব লাইফ সায়েন্সের রেক্টর এবং বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি এন্ড ইকোনমিক্স-এর রেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উপাচার্য পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৫ জুন ২০২২ শনিবার ভোরে দেশে ফিরেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে একটি সভ্য, সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। গত ১৬ জুন ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অধিবেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৯২২ কোটি ৪৮লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৮৬০ কোটি ৬৮ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। উপাচার্যের অভিভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই বাজেট উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, করোনাকালীন সংকটের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার মুহূর্তেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনীতি এর নেতিবাচক প্রভাব অনুভব করছে। কোথাও কোথাও মানবিক বিপর্যয় ঘটছে। এই মুহূর্তে সহনশীলতার সংস্কৃতি চর্চা করা জরুরি। জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারে। “সকলের সঙ্গে মিত্রতা, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়” জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই আন্তর্জাতিক নীতিদর্শন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অনুসরণ করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই দর্শন গভীরভাবে সমর্থন করে।

তিনি বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও দেশ গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। সুদক্ষ মানব সম্পদ, বিশেষায়িত জ্ঞান ও দূরদর্শী পরিকল্পনা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মশাল বাহক হিসেবে কাজ করে যাবে।

তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ-পরিধি ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ‘একাডেমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা’ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘এসডিজি রেসপন্স কোঅরডিনেশন সেল’ গঠন করা হয়েছে। নবীন শিক্ষক ও গবেষকদের গবেষণায় ও পাঠদানে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। গবেষণাপত্রের মৌলিকত্ব ও গুণগত মান সমুন্নত রাখতে প্লেজিয়ারিজম পলিসি প্রণয়ন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গবেষণা ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এজন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উন্নয়নের জন্য গবেষণার কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

র‍্যাগ-ডে’র পরিবর্তে শিক্ষা সমাপনী উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন থেকে র‍্যাগ-ডে’র পরিবর্তে শিক্ষা সমাপনী উৎসব পালন করতে পারবে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং ছাত্র উপদেষ্টা নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের সাথে সভা করে এ উৎসবের কর্মসূচি চূড়ান্ত করবেন। গত ২৯ জুন ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষা সমাপনী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ভবন চত্বরে আয়োজন করা যাবে। পথচারীদের চলাচল স্বাভাবিক রেখে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে সমবেত হয়ে শিক্ষার্থীরা র‍্যালি করতে পারবে। ক্লাস চলাকালীন উচ্চস্বরে বাদ্য-বাজনা পরিহার করতে হবে। শিক্ষা সমাপনী উৎসবের দিন রাত ১০টার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত থাকতে হবে।

‘বাংলাদেশের শিল্পকলায় বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির উদ্যোগে ‘বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-১৩’ গত ২২ জুন ২০২২ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি’র পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে “বাংলাদেশের শিল্পকলায় বঙ্গবন্ধু” শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। বক্তৃতার (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে – উপাচার্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করতে এমফিল/ পিএইচ.ডি গবেষণা বৃত্তির অর্থের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উচ্চতর পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য শিক্ষকদের পিএইচ.ডি ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা জুলাই ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫শ'টি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ওভারসিস স্কলারশিপ-এর আওতায় পিএইচ.ডি. ও মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নের জন্য ইতোমধ্যে ১৪১ জন তরুণ শিক্ষককে বিদেশের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে তাদের অর্জিত জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষা, গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা, ন্যায়বিচার, নারীর ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ এবং সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের নাম 'শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ' করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমোদন পাওয়ার পর এটি কার্যকর হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসন ও সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের শতভাগ ভ্যাক্সিনেশন তথা টিকা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া, সেশনজট নিরসন ও শিক্ষার গুণগত মান ধরে রাখার জন্য একাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত ক্ষতি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার (Loss Recovery Plan) আলোকে একাডেমিক কার্যাবলি পরিচালিত হচ্ছে।

অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অধিবেশনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বক্তব্য রাখেন। উপাচার্যের অভিভাষণ ও কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার উপর সিনেট সদস্যগণ আলোচনায় অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ লাভ করায় গত ২০ মে ২০২২ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতির পিতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

সাত কলেজে ভর্তিপরীক্ষা ১২ আগস্ট থেকে শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার থেকে শুরু হবে। আগামী ১২ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার বিজ্ঞান ইউনিট, ১৯ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট এবং ২৬ আগস্ট ২০২২ শুক্রবার বাণিজ্য ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া আজ ১৫ জুলাই ২০২২ থেকে আগামী ৩১ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত চলবে।ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও তথ্য https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। অনলাইনে ট্রান্সক্রিপ্ট সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ জুলাই ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিবারকে সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, শিশুদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পরিবারকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপচারিতা ও মতবিনিময়ের ব্যাপারে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও জীবনবোধ থেকে শিক্ষা নিয়ে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ ২০২২ এই শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি গ্রুপে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক গ্রুপের সেরা ১০জন করে মোট ৩০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলো- ক বিভাগে নামিরা আলম, সামিহা তাবাচ্ছুম, ধ্রুপদ আহির পাল, সাইফান আমিন সায়ান, অনিরুদ্ধ ধর, আহনাফ ওহী তাজদীদ, সামায়রা রহমান তালুকদার জারা, ফাহমিদা তাজ জোহরা, গাজী আয়েশা সিদ্দিকা এবং তানিশ তারাজ কিবরিয়া। খ বিভাগে-জান্নাতুল ফেরদৌস চন্দ্র, মুহাম্মদ তাওসিফ আলম, ফাতিম আদিয়াত নিহাল, এস এম শাহরিয়ার, লাবিবা রহমান প্রগতি, আতিয়া আদিবা লাবন্য, মো. তাসিন প্রধানীয়, খাদিজা আক্তার, কথা ইসলাম এবং গল্প ইসলাম। গ বিভাগে- আল মুমিনুর, অনিল ভৌমিক, আফরিদা ফারহানা খান, জারিন মাহমুদ, মুনতাকা ইসলাম, হায়দার আমিন সিয়াম, বৃতি রায়, কাসিতা নুসাইয়া তাকি, নূর তাজ চেতনা এবং মাহিমা আক্তার।

অধ্যাপক ড. নাসরীন ওয়াদুদের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসরীন ওয়াদুদ-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৮ জুন ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. নাসরীন ওয়াদুদ ছিলেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন। তিনি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. নাসরীন ওয়াদুদ গত ৮ জুন ২০২২ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৩ জুন ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী শিক্ষক ও গবেষক। নিষ্ঠাবান এই অধ্যাপক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য গুণী এই অধ্যাপক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা গত ২৩ জুন ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

মুকুল বোস-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকুল বোস-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২ জুলাই ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, দীর্ঘ সময় ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারী মুকুল বোস ক্যাম্পাসে এক বহুল পরিচিত নাম। তিনি ছিলেন সাহসী ও সংগ্রামী মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী মুকুল বোস ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক ও ত্যাগী এই নেতা তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত মুকুল বোস-এর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, মুকুল বোস গত ২ জুলাই ২০২২ ভোরে ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

নির্মল রঞ্জন গুহ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১ জুলাই ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী নির্মল রঞ্জন গুহ ছিলেন একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। তিনি বিনম্র চরিত্রের একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এই রাজনীতিবিদ সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়কের দায়িত্বও অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন। দেশের রাজনীতিতে অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণসভা গত ১৮ জুন ২০২২ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শাপলা শিরিন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দেশে গণিত শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- ড. হাসনা বানু, অধ্যাপক ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ফরিদা বানু, অধ্যাপক যোবেদা আখতার, অধ্যাপক মিসেস ফাতেমা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমান, অধ্যাপক সাজেদা বানু, অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. মোবারক হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মতিন, অধ্যাপক ড. মো. তজিবর রহমান, অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, অধ্যাপক ড. রাজিনা ফেরদৌসী, অধ্যাপক ড. অমল কৃষ্ণ হালদার, অধ্যাপক ড. সেলিনা পারভীন, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার এবং অধ্যাপক ড. টি এম জি আহসান উল্লাহ।

প্রয়াত শিক্ষকগণ হলেন- অধ্যাপক ড. শ ম আজিজুল হক, অধ্যাপক ড. মো. রমজান আলী সরদার, অধ্যাপক মো. শামসুল হক, অধ্যাপক আ ফ ম আব্দুর রহমান, অধ্যাপক মো. সফর আলী, অধ্যাপক ড. মো. শামসুল হক মোল্লা, অধ্যাপক আ ম ম শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খান, অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল কুদ্দুস।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

স্পেনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

ঢাকাস্থ স্পেন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ও ডেপুটি হেড অব মিশন মিজ এমিলিয়া সেলিমিন রিডন্ডো গত ২৮ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ-স্পেন কূটনীতিক সম্পর্কের ৫০বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী অক্টোবর মাসে দূতাবাসের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এবিষয়ে মিজ এমিলিয়া সেলিমিন রিডন্ডো উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারেও আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় স্পেনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি'র অধ্যাপক

অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মমতা বি. চৌধুরী গত ৪ জুলাই ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষক বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাকাস্থ স্পেন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ও ডেপুটি হেড অব মিশন মিজ এমিলিয়া সেলিমিন রিডন্ডো গত ২৮ জুন ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মমতা বি. চৌধুরী গত ৪ জুলাই ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

কাজুকু ভূঁইয়া ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগে কাজুকু ভূঁইয়া ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৪ জুন ২০২২ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ল্যাব উদ্বোধন করেন। কাজুকু ভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি বিশেষ অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত এবং কাজুকু ভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান মি. মমতাজ উদ্দিন ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতার জন্য কাজুকু ভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে এই ল্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য তিনি জাপান সরকারকে ধন্যবাদ দেন। জাপানের এই সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. ইতো নাওকি বলেন, জাপান এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং জাপানের ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে সেতু হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, কাজুকু ভূঁইয়া ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর জাপানের শিজুকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি মমতাজ উদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বাংলাদেশে আগমন করেন। পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই আবুধাবিতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'বাংলাদেশের শিল্পকলায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ওপর আলোচনায় অংশ নেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন এবং বাংলা বিভাগের মধ্য থেকে সন্ত্রাসীও সৃষ্টি করেছিলেন। হলে ছাত্র ভর্তি এবং শিক্ষক নিয়োগে আগের নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থাতেও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ফিরে আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা দূর করার চেষ্টা শুরু হয়। এটা আমার প্রার্থনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ছিল। সেই নামে এবং গৌরবে সে যেন আবার উন্নীত হয়।"

সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাহাদাৎবরণকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

ট্রান্সক্রিপ্ট সফ্‌টওয়্যার ও তথ্য বাতায়ন উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ট্রান্সক্রিপ্ট সফ্‌টওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি ও আপিল নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তথ্য বাতায়ন (এপিএ লিংক) চালু করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৯ জুন ২০২২ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ট্রান্সক্রিপ্ট সফ্‌টওয়্যার ও তথ্য বাতায়ন উদ্বোধন করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন টিমের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান, অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা eco.du.ac.bd সাইটে লগইন করে অনলাইনে ট্রান্সক্রিপ্ট সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিদেশি ভাষা শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার

যে ভাষা যত সহজ ও বোধগম্য তা তত টেকসই– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ভাষার সহজীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, যে ভাষা যত সহজে বোধগম্য ও উপস্থাপন করা যাবে তা তত টেকসই হবে। দেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষাসমূহ সহজে অনুধাবন ও অনুশীলনের জন্য গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে। গত ৭ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে উপাচার্য ইনস্টিটিউট চত্বরে ২২টি ভাষা সম্বলিত 'বহুভাষিক নামফলক' উদ্বোধন করেন।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শামীম বানু-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ. বি.এম. রেজাউল করিম ফকির 'বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদেশি ভাষা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' শীষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন। সহযোগী অধ্যাপক রূপা চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, পৃথিবীতে বহু ভাষা ও নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ আছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন ও আন্তঃসংযোগ স্থাপনের জন্য বিদেশি ভাষা শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিদেশি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর শিক্ষানীতিতে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ বিদেশি ভাষা শিক্ষার বিষয়ে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শেখার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য উপাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষণা ও উদ্ভাবনে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে সরকার, একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি ও অ্যালামনাইদের একযোগে কাজ করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সে সব দেশের অনেক খ্যাতিমান অধ্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম চালুর জন্য উপাচার্য শিল্প মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শিক্ষক-গবেষক এবং শিল্পখাতের যৌথ গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে উভয়পক্ষ তথা দেশ উপকৃত হবে। প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল তৈরি এবং শিল্পখাতে নানা উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইতোমধ্যে একটি শিল্পখাত-একাডেমিয়া সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য বাস্তবতার মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট করণীয়সমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সরকার বাস্তবতাভিত্তিক যথাযথ নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করতে পারে ।

বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে গত ১৫ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে বর্ষা উৎসব ১৪২৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ডিরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১জন শিক্ষক ও ১২ শিক্ষার্থী

২০১৯ এবং ২০২০ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের ১২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ডিরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অসাধারণ গবেষণা প্রবন্ধের জন্য ১জন শিক্ষক এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। গত ২৮ জুন ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জ্ঞানের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি দূর করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ধারণ করে শিক্ষার্থীদের উদার ও পরিশীলিত মানুষ হতে হবে। তিনি বলেন, চামড়া শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। দেশের চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তিনি লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডিরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন মো. জাওয়াদ হাসান, সাদিয়া আকতার জুই, অদিতি পোদ্দার, হালিমা খাতুন এশা, সুমাইয়া মিম, সাদিয়া আফরিন মিমু, মো. সামাউল আলম, আয়েশা সিদ্দিকা আনিকা, মো. আরিফুল ইসলাম, ফাতেমা তুজ জোহরা, সাজনীন আকতার মুনমুন এবং মাইশা মালিহা। ডিরেক্টর'স অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষক হলেন ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল মুকতাদির।

অনুষ্ঠানে ১৮জন শিক্ষার্থীকে ড. করম আলী আহমেদ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচ ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচ ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং বিভাগের (বর্তমান একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ) ১৯৭৯ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য বিনয় কৃষ্ণ বালা ৪০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৭ জুন ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও একই ব্যাচের শিক্ষার্থী অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নিকট হস্তান্তর করেন। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ধীমান কুমার চৌধুরী, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী পরেশ চন্দ্র রায়, আবু সিন্‌হা, মো. কামাল উদ্দিন ও এ কে এম জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য একাউন্টিং ১৯৭৯ ব্যাচ-এর শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ অন্য সকল দাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই ট্রাস্ট ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই মহতী উদ্যোগের প্রভাব অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁরাও এতে অনুপ্রাণিত হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ সম্মাননা পেলেন ৭ জন বিশিষ্ট শিল্পী

দেশের ৭ জন বিশিষ্ট শিল্পীকে শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ সম্মাননা-২০২২ প্রদান করা হয়েছে। শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ২৪ জুন ২০২২ চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননা প্রাপ্ত শিল্পীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ ও প্রিন্টমেকিং বিভাগ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

সম্মাননা প্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন– শিল্পী অধ্যাপক মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিল্পী অধ্যাপক রফিকুন নবী, শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী অধ্যাপক মাহমুদুল হক, শিল্পী কালিদাস কর্মকার, শিল্পী শহিদ কবীর এবং শিল্পী অধ্যাপক আবুল বারক্ আলভী।

প্রিন্টমেকিং বিভাগের চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, শিল্পী আহমেদ নাজির, দুর্জয় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দুর্জয় রহমান জয়, শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক রোকেয়া সুলতানা, সদস্য-সচিব অধ্যাপক মো. আনিসুজ্জামান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা জগতের পথিকৃৎ শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, শান্ত ও স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। সাহসী এই শিল্পী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবন, কর্ম, শিল্প ও রুচিবোধ, দেশপ্রেম, শৈল্পিক চিন্তা এবং মানবিক মূল্যবোধ বহন করে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ১৯৭৬ স্মৃতি বৃত্তি পেলেন ২ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষ বি.এস.এস. (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. সানোয়ার হোসেন এবং আফরোজা জামান ফাহিমা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ১৯৭৬ স্মৃতি বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৫ জুলাই ২০২২ উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত সহপাঠীদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ সালের স্নাতক (সম্মান) ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, দাতা প্রতিনিধি সুরাইয়া বেগম এনডিসি, রমেন্দ্র চন্দ্র বসাক, গোলাম হাফিজ আহমেদ এবং আমীর আব্দুল ওয়াহাব উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ করে ভালো মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইকোনমিক্স ১৯৭৬ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাতাদের ধন্যবাদ দেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৭ জুলাই ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের মিলনায়তনে 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)-এর এশিয়া-ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির উদ্যোগে 'বাজেট ২০২২-২৩: শিক্ষা ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২৬ জুন ২০২২ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, এমপি প্রধান অতিথি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মাননীয় অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫